।। ভূমিকা ।।

ভারতীয় দর্শন মূলতঃ ধর্ম ও নীতিভিত্তিক। ভারতবর্ষের দর্শনচর্চায় ধর্ম, নীতি ও দর্শন এক সমন্বিত তত্ত্ব। সাধারণভাবে ভারতীয় দর্শনকে আস্তিক ও নাস্তিক — এই দুইভাগে বিভক্ত করা হয়। দার্শনিকবিচারে যে সম্প্রদায় বেদের প্রামাণ্যে বিশ্বাসী তাঁদের আস্তিক এবং যাঁরা বেদের প্রামাণ্যে অবিশ্বাসী তাঁদের নাস্তিক বলা হয়। কালক্রমে এথেকে এরূপ ধারণা জন্ম নেয় যে নাস্তিক দর্শন যেন ধর্ম ও নীতি বিরোধী। কিন্তু এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। চার্বাকদের কথা বাদ দিলে, জৈন ও বৌদ্ধ সম্প্রদায় সম্বন্ধে একথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, অতি উৎকৃষ্টমানের ধর্ম ও নীতিতত্ত্বের আলোচনা এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যেই সবথেকে উজ্জ্বল। ভারতীয় দর্শনচর্চায় জৈনদর্শন অবৈদিক হওয়া সত্ত্বেও সমন্বিত বৈদিক চিন্তাধারা এই দর্শনে সুস্পষ্টরূপে প্রতিফলিত হয়েছে। দর্শন চর্চার ইতিহাসে যখন বিভিন্ন সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটে তখন প্রতিটি সম্প্রদায় পূর্বপক্ষ খণ্ডন এবং সপক্ষ সমর্থনে নিমগ্ন ছিলেন। বাদ-প্রতিবাদের বেড়াজালে তাঁদের দৃষ্টি ছিল সঙ্কুচিত। এর বাইরে প্রকৃত সত্য সম্পর্কে সমন্বয়মূলক দৃষ্টিভঙ্গী তাঁদের ছিল না। অবৈদিক জৈনদর্শন সমন্বয়ের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে এই সংকীর্ণতার উর্ধে উঠতে পেরেছিলেন। এর ফলে প্রকৃত সত্য যে অনেক ধর্ম বিশিষ্ট এবং কোন দার্শনিক মতই যে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত নয় — এই সত্য জৈনদর্শনে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। জৈন স্যাদ্‌বাদ ও অনেকান্তবাদ আজও নিজ নিজ মহিমায় সমুজ্জ্বল হ'য়ে আছে। দুঃখের বিষয় এই যে, যে সম্প্রদায় সর্বমত সমন্বয়ের কথা বলেছিলেন, তাঁরাই কিন্তু কালক্রমে সবথেকে বেশি অবহেলিত হয়েছেন এবং এই দর্শনের চর্চা সংকীর্ণ গোষ্ঠীর মধ্যে সীমিত হয়ে পড়েছে। এজন্য বর্তমানকালে এই দর্শন চর্চার প্রসার ও প্রচার অত্যন্ত জরুরী বলে মনে হয়। আমার এই নিবন্ধ রচনার প্রচেষ্টা তারই একটি ক্ষুদ্র প্রতিফলন।

জৈনদর্শনের সারাংশ হ'ল তার নীতিতত্ত্ব। নীতিতত্ত্বমাত্রেই জীবের বন্ধন ও মুক্তি সংক্রান্ত আলোচনা। আলোচনার সুবিধার্থে এই নিবন্ধকে কয়েকটি অধ্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে জৈনধর্মের ইতিহাস সন্নিবেশিত হয়েছে। ভারতীয় দর্শন চর্চায়

জৈন ঐতিহ্যের আবেদন চিরকালীন। প্রাথমিক পর্যায়ে ভারতীয় শাস্ত্র আলোচনায় ধর্ম, দর্শন ও নীতিতত্ত্বের কোন সুস্পষ্ট ভেদরেখা ছিল না। কোনো ক্ষেত্রেই ধর্মের সঙ্গে দর্শন বা দর্শনের সঙ্গে নীতিতত্ত্বের আলোচনায় অসঙ্গতি ঘটে নি। এই একমুখী শাস্ত্রচর্চাকে আধুনিক কালের গণ্ডীবদ্ধ তত্ত্বের আলোকে বিভক্ত করা কঠিন। এই কারণে 'জৈন নীতিতত্ত্বের ইতিহাস' — এইরূপ শিরোনাম না দিয়ে 'জৈনধর্মের ইতিহাস' —এই শিরোনামটি ব্যবহার করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য এই যে, ধর্মের ইতিহাসের মধ্য থেকেই নীতিতত্ত্বের ইতিহাসের সন্ধান করা।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে জৈন নীতিতত্ত্বের আধিবিদ্যক পটভূমিরূপে জীব ও অজীবের আলোচনা সন্নিবেশিত হয়েছে। জৈনমতে জীব প্রথম তত্ত্ব এবং অজীব দ্বিতীয় তত্ত্ব। জৈনগণ বলেন সমগ্র বিশ্ব জীব ও অজীব — এই দুটি পদার্থ দ্বারা গঠিত। জীবের লক্ষণ চৈতন্য। অন্যান্য দর্শনে যাকে আত্মা বলা হয়েছে জৈনগণ তাকেই 'জীব' বলেন। অজীব চেতনাশূন্য জড়। এই অধ্যায়ে জীব ও অজীবের বিভিন্ন প্রকার বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে আস্রব এবং বন্ধ বিষয়ের আলোচনা উপস্থাপিত হয়েছে। জৈনমতে তৃতীয় তত্ত্ব আস্রব এবং চতুর্থ তত্ত্ব বন্ধ। যার দ্বারা জীবের সঙ্গে কর্মের সংযোগ বা সম্বন্ধ হয় তাকে 'আস্রব' বলা হয়। আস্রবের ফলে জীব বদ্ধদশা প্রাপ্ত হয়। একে বলা হয় 'বন্ধ'। জীবের মোক্ষের পথে প্রতিবন্ধক হ'ল বন্ধ। এই অধ্যায়ে আস্রবের বিভিন্ন দ্বার এবং বন্ধের বিভিন্ন প্রকারের আলোচনা সন্নিবেশিত হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় সংবর। সংবর জৈনমতে পঞ্চম তত্ত্ব। সংবরের অর্থ আস্রব-নিরোধ। শ্রাবক এবং শ্রমণগণ যে সদাচার অনুশীলন করেন তার দ্বারা সংবর সাধিত হয়। এই অধ্যায়ে ত্রিরত্ন, শ্রাবকধর্ম বা গৃহস্থধর্ম এবং শ্রমণধর্ম বা সাধুধর্ম সম্পর্কে আলোচনা সন্নিবেশিত হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়ে 'নির্জরা' বিষয়ক আলোচনা সন্নিবেশিত হয়েছে। 'নির্জরা' জৈনমতে ষষ্ঠ তত্ত্ব। নির্জরার অর্থ কর্মবন্ধনের ক্ষয়। তপঃ দ্বারা কর্মবন্ধনের ক্ষয় হয়। এই প্রসঙ্গে

এই অধ্যায়ে বাহ্য ও আভ্যন্তর তপঃ এবং তার বিভিন্ন প্রকার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা সংযোজিত হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে গুণস্থান ও মোক্ষ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। জৈনমতে 'মোক্ষ' সপ্তম তত্ত্ব। আত্মাকে কর্মের আবরণ থেকে মুক্ত করার জন্যে জৈনশাস্ত্রে কতকগুলি স্তরের কথা ভাবা হয়েছে। এই স্তরগুলিকে সোপানবলীর সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। এগুলিকে 'গুণস্থান' বলা হয়। সোপানে আরোহণ করে যেমন সৌধের উচ্চতম স্থানে পৌঁছানো যায়, সেইরূপ এই গুণস্থানগুলির দ্বারা আত্মার মুক্তিসৌধ মোক্ষে উপনীত হওয়া যায়। জৈনশাস্ত্রানুসারে সকল কর্মক্ষয় দ্বারা জীবাত্মার নিজ স্বরূপ প্রাপ্ত হওয়াই মোক্ষ। এইভাবে ষষ্ঠ অধ্যায়ে গুণস্থান ও মোক্ষের আলোচনা করা হয়েছে।

সপ্তম অধ্যায়ে জৈন নীতিতত্ত্বের স্বাতন্ত্র্য, বর্তমান সময়ে তার প্রাসঙ্গিকতা ও মূল্যায়নের চেষ্টা করা হয়েছে।

বর্তমান নিবন্ধটি একটি সমীক্ষা। স্বাভাবিক ভাবেই এই নিবন্ধের আলোচনা পদ্ধতি হ'ল বিশ্লেষণাত্মক ও সমালোচনামূলক। প্রাসঙ্গিক স্থলে অন্যান্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে তুলনা করার চেষ্টা করা হয়েছে। তবে এই তুলনার ক্ষেত্রে কখনোই কষ্ট কল্পনা করা হয় নি।